কালের কণ্ঠ

06 NOV 2013

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত

ভিসিকে পদত্যাগ করতে ২০ ঘণ্টার আলটিমেটাম

জাবি প্রতিনিধি ►

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের মতো সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এদিকে উপাচার্যকে তাঁর বাসভবনে দ্বিতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ করে রেখেছে সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। একই সঙ্গে উপাচার্যকে পদত্যাগের জন্য আজ (বুধবার) দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২০ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে তারা। এ সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে আগামীকাল থেকে আরো কঠোর কর্মসূচির ঘোষণাও দিয়েছে সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক ফোরাম এ তথ্য নিশ্চিত করে। অন্যদিকে আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে উপাচার্য পদত্যাগ না করলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অফিসার সমিতি।

এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিনা শর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা কামনা করেছেন জাবি উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। উপাচার্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একজন নির্বাচিত উপাচার্যের বাসভবনে শিক্ষকদের এ ধরনের অবস্থান, তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা নাগরিক অধিকার ও আইনের পরিপন্থী। চাকরিবিধি অনুযায়ী কোনো শিক্ষক এ কাজ করতে পারেন না।'

ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্বেগ প্রকাশ : চলমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, জাবি শাখার সভাপতি আহিদুল ইসলাম ত্রিম্রাত ও সাধারণ সম্পাদক মং সিং হাই মারমার স্বাক্ষর করা বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মাননীয় আচার্যের সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়। আগামী ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থার নিরসন না হলে আগামী ৯ নভেম্বর শনিবার থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার আলটিমেটাম দেওয়া হয়।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, 'শিক্ষক সমিতি' ও 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'-এর ব্যানারে কিছু শিক্ষক গত ৩ নভেম্বর রাতে উপাচার্য বাসভবনে গিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে অশ্লীল-আচরণ করেন। পরে তাঁরা প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কর্মকাণ্ড অচল করে দেন। তাঁরা পরিবহন বন্ধ করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, এ ধরনের আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়।